মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৫৯০৬

পর্ব-২৯: চারিত্রিক গুণাবলি ও মর্যাদাসমূহ (كتاب الْفَضَائِل وَالشَّمَائِل)

পরিচ্ছেদঃ প্রথম অনুচ্ছেদ - মু'জিযার বর্ণনা

الفصل الاول (بَاب فِي المعجزا)

আরবী

وَعَن جابرٍ قَالَ: تُوُفِّيَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائه أَن يأخذو االتمر بِمَا عَلَيْهِ فَأَبَوْا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَالِدِي استُشهدَ يَوْم أحد وَترك عَلَيْهِ دَيْنًا كَثِيرًا وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ فَقَالَ لِيَ: اذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمرٍ عَلَى نَاحِيَةٍ فَفعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ فَلَمَّا نظرُوا إِلَيْهِ كَأَنَّهُمْ أُغْرُوا بِي تِلْكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ طَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «ادْعُ لِي أَصْحَابَكَ» . فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّى اللَّهُ عَنْ وَالِدِي أَمَانَتَهُ وَأَنَا أَرْضَى أَن يُؤَدِّي الله أَمَانَة وَالِدي وَلَا أرجع إِلَى أَخَوَاتِي بِتَمْرَةٍ فَسَلَّمَ اللَّهُ الْبَيَادِرَ كُلَّهَا وَحَتَّى إِني أنظر إِلَى البيدر الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهَا لم تنقصُ تَمْرَة وَاحِدَة. رَوَاهُ الْبُخَارِيّ

رواه البخارى (2781) ـ
(صَحِيح)

বাংলা

৫৯০৬-[৩৯] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা তাঁর ওপর ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করেন। আমি তাঁর পাওনাদারদেরকে ঋণের পরিবর্তে খেজুর নিতে অনুরোধ করলাম। কিন্তু তারা তা নিতে অস্বীকার করল। তখন আমি নবী (সা.) -এর কাছে এসে বললাম, আপনি ভালোভাবে জানেন যে, আমার পিতা (আবদুল্লাহ) উহুদের দিন শহীদ হয়েছেন এবং বহু ঋণ রেখে গেছেন। অতএব আমার একান্ত বাসনা, সে সমস্ত পাওনাদারগণ আপনাকে উপস্থিত দেখুক। তখন তিনি (সা.) আমাকে বললেন, তুমি যাও এবং প্রত্যেক প্রকারের খেজুরকে পেড়ে পৃথক পৃথকভাবে স্তূপীকৃত কর। অতএব আমি তাই করলাম। অতঃপর তাঁকে ডেকে আনলাম। পাওনাদারগণ

যখন নবী (সা.) -কে দেখতে পেল, তখন তারা আমার ওপর আরো অধিক ক্ষেপে গেল এবং সেই মুহূর্তেই ঋণ পরিশোধ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করল। তাদের এ আচরণ দেখে নবী (সা.) স্তূপীকৃত খেজুরের চতুর্দিকে তিনবার চক্কর দিলেন। পরে স্তূপের উপর বসে বললেন, তোমার পাওনাদারগণকে ডাক। এরপর রাসূল (সা.) নিজ হাতে তাদেরকে মেপে মেপে দিতে থাকলেন। অবশেষে আল্লাহ তা’আলা আমার পিতার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করে দিলেন।
জাবির (রাঃ) বলেন, অথচ আমি এর উপরই সন্তুষ্ট ছিলাম যে, আল্লাহ তা’আলা যেন আমার পিতার দায়িত্ব পরিশোধ করে দেন এবং আমার বোনদের জন্য রাখা আল্লাহ খেজুরের স্তূপ থেকে যেন একটি খেজুরও না নেয়া লাগে। একটি সকল স্তূপকেই পূর্বাবস্থায় রাখলেন। এমনকি তাকিয়ে দেখলাম যে স্তূপের উপর নবী (সা.) বসেছিলেন, তা হতে একটি খেজুরও কমেনি। (বুখারী)

ফুটনোট

সহীহ: বুখারী ২৭৮১, নাসায়ী ৩৬৩৬, ইরওয়া ১৪২১, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৬৪৬৩।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: উক্ত হাদীসে জাবির (রাঃ)-এর আবেদনে রাসূলুল্লাহ (সা.) তার শস্য মারার জায়গায় গেলেন। গিয়ে দেখছিলেন, ঋণদাতা ব্যক্তিরা যেন জাবিরকে আক্রমণ করে বসবে। আর সেই ঋণদাতারা ছিল ইয়াহুদী। নবী (সা.) তাদেরকে বললেন, তোমরা তার প্রতি একটু সহনশীল হও। কিন্তু তারা তাঁর কথায় অক্ষমতা প্রকাশ করল এবং ঋণ কমিয়ে নিবে না বলে সাফ জানিয়ে দিলো। তারপর রাসূল (সা.) বরকতের দুআ করলেন এবং সেখান থেকে ঋণদাতাদের ঋণ পরিশোধ করে দিলেন। তাদেরকে সেখান থেকে খেজুর দিয়ে দেয়ার পর দেখা গেল যে, প্রথমে যে পরিমাণ খেজুর থেকে দেয়া শুরু করেছিলেন। শেষে ঐ পরিমাণ খেজুরই রয়ে গেল। এটি ছিল রাসূল (সা.)-এর বিশেষ একটি মু'জিযাহ্। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি ▯ বর্ণনাকারীঃ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ আনসারী (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=85882

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন